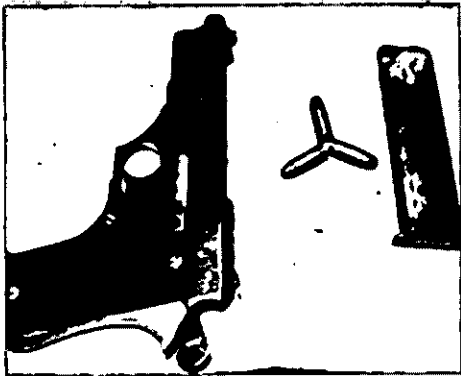


রাবি ছাত্রলীগের সেই দুই অস্বধারী নেতা গ্রেপ্তার

পিস্তল ও গুলি উদ্ধার, প্রতিবাদে ভাঙচুর

নিজর ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক: রাজশাহী ▶

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই নেতাকে অস্বধারী করে ছেড়ে পুলিশ। গতকাল নোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে ছাত্রলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১



গ্রেপ্তারের পর সুদীপ্ত সালাম ও আসিফ; উদ্ধারকৃত পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিন।

রাবি ছাত্রলীগের সেই দুই অস্বধারী নেতা গ্রেপ্তার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিক্ষোভ করে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রচার দপ্তরে ভাঙচুর চালান তারা।

গ্রেপ্তারকৃত দুই নেতা হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত সালাম ও বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদুল ইসলাম আসিফ। তাঁদের মধ্যে সালামকে গত ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধিত ফি ও সাক্ষাৎ কোর্সিকরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর এবং ২০১২ সালের ২ অক্টোবর শিবিরের নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে অস্ত্র উল্টিয়ে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে। তিনি ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজ, চাঁদাবাজ বলেও পরিচিতি। গত বছরের ২১ এপ্রিল সালামকে অস্ত্র ও যৌনকর্মীসহ নগরের বোয়ালিয়া থানা পুলিশ আটক করে আইনতিক কর্মকাণ্ডে অর্জিত থাকার অভিযোগে কারাগারে পাঠায়। পরে তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন।

রাজশাহী নগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ওসি সাইদুল রহমান সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের দুই নেতাকে আটকের সময় তাঁদের কাছে থাকা একটি ৭.৬৫ মডেলের পিস্তল, তিনটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, আটক ছাত্রলীগ নেতাদের নগরীর মতিহার থানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের দায়ের করা অস্ত্র খামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংগঠনের দুই নেতাকে গ্রেপ্তারের পরপরই দুপুর সোয়া ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের মহাসভাপতি রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু, তন্ময়ানন্দ অডি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম হিমু ও সম্পাদক গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্বে ১৫-২০ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী কর্তৃপক্ষের টুকিটাকি চত্বর থেকে মিছিল বের করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ভবনে যায়। এ সময় ভবনের মূল ফটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জামান কথা বলতে এলে তাঁর সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বাণবিতণ্ডা হয়। পরে তারা প্রচার অফিসে গিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রট্রিয়াল বড়ির সদস্যদের কাছে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানায় এবং ক্যাম্পাসে পুলিশের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

একপর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা প্রট্রিয়াল বড়ির সদস্যদের পালানোর করে এবং চেয়ার ও জানাপার কাচ ভাঙচুর করে। পরে তারা প্রশাসন ভবনের নিচতলায় গিয়ে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসকের কক্ষসহ আরো কয়েকটি কক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বাস ভাঙচুর করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান, ছাত্রলীগের ওই দলটি দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তারা লাগিয়ে ফটকের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এতে করে সড়কের উভয় পাশে প্রায় দুই কিলোমিটারজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এরপর দুপুর সোয়া ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের মূল ফটকে তারা খুলিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, সাংগঠনিক কাজে ক্যাম্পাসের বাইরে অছি। তবে তারা যদি অস্ত্রসহ ধরা পড়ে থাকে তাহলে যৌক্তিকভাবে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রচার ডায়রিকুল হাসান বলেন, ক্যাম্পাসে কেউ বিশৃঙ্খলা করলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার সন্ধ্যায় চাঁদা না দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আব্দুল মুহিত ও ইমরান নামের দুই শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে ছাত্রলীগ নেতা সালাম ও আসিফ। আগের দিন শনিবার শাহ নব্বুন হলে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মারধর ও পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া। তার আগে গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হলে আরবি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে মেরে তাঁর পা ছেঁতে দেয় ছাত্রলীগকর্মী আব্দুল্লাহ আল বাকি।